নেপালের জনগণের পাশে দাঁড়ান

প্রকৃতি ও জলবায়ু বিধ্বংসী পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থাকে উন্মোচন করুন

নেপালে গত ২৬ আগষ্ট আকস্মিক বন্যায় শত শত মানুষ নিহত এবং আহত হয়েছেন। এছাড়াও নিখোঁজ মানুষের সংখ্যা হাজারের উপরে। নেপালের জনগণের সাথে আমাদের দেশের জনগণের সম্পর্ক বহু বছরের। সাধারণ বাণিজ্য থেকে শুরু করে, সংগ্রামের অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান।

আমরা আমাদের পার্টির আন্তর্জাতিক বিভাগের পক্ষ থেকে নেপালের আকস্মিক বন্যায় নিহত এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের প্রতি শোক এবং সমবেদনা জানাই। একইসাথে নেপালের বিপ্লবী কমিউনিষ্টদের সাথে সংহতি প্রকাশ করি।

ভয়াবহ এই আকস্মিক বন্যার পর থেকে বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা মূলত পরিস্থিতির জন্য দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করছেন। বাস্তবে হিমালয়ের বরফ গলতে শুরু করেছে এবং প্রকৃতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। অনেকেই এটা বলছেন, কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী মুনাফাকেন্দ্রীক বিশ্বব্যবস্থা তথাকথিত উন্নয়ন এবং অগ্রগতির নামে প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে। আর সেকারণেই বিশ্বের সাধারণ জনগণ এর ফল ভোগ করছে বন্যা-খরা-অতিবৃষ্টি-পাহাড় ধ্বস ইত্যাদির মাধ্যমে।

নেপালের এই বন্যা শুধু নেপালের জনগণের জন্যই সতর্কবার্তা নয়, এটা পুরো দক্ষিণ এশিয়া এবং বিশ্বের জন্য। ইতিমধ্যেই বিহারে বন্যার রেশ এসে পড়েছে। বিহারের মূখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী ফারাক্কা বাঁধ খুলে দিতে বলেছে। আর এটা যদি করা হয় তাহলে তার প্রভাব যে আমাদের দেশেও পড়বে, এটা সকলেই জানেন। সুতরাং নেপালের এই সংকট শুধু নেপালের নয়, আমাদেরও।

আজকের দিনে সকল দেশের কমিউনিষ্টদের সামনে পৃথিবী-প্রাণ-প্রকৃতি-জলবায়ু রক্ষার কর্মসূচি একটি মৌলিক কর্মসূচি হিসেবে হাজির হয়েছে। তাই জলবায়ু-প্রাণ-প্রকৃতি-পৃথিবী রক্ষা শ্রেণি সংগ্রামের অংশ। এজন্যই বিশ্বব্যাপী কমিউনিষ্টদের একটি ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের নেতৃত্বে এই সংগ্রামকে আরো এগিয়ে নিতে হবে।

আমরা নেপালের সকল জনগণ এবং বিপ্লবীদের প্রতি আহবান জানাই-

১। ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের পাশে দাঁড়ান।

২। শাসকদের প্রকৃতি এবং জলবায়ু বিধ্বংসী কর্মকান্ডকে উন্মোচন করুন।

পরিশেষে, বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমাদের আহবান- প্রকৃতি বিধ্বংসী এই সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরোধীতা করুন। ভারতের সাথে অভিন্ন সকল নদীর ন্যায্য হিস্যা আদায়ে সংগ্রাম গড়ে তুলুন।

আন্তর্জাতিক বিভাগ,

পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি,

২৮-০৮-২০২৬।